দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 31 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম

Report ২০

বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধনে স্বেচ্ছাচারিতা : মেধা ও যোগ্যতা মূল্যায়নের পথ বন্ধ

মোহাম্মদ আবদুর রহিম

বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে শিক্ষক নিবন্ধনে মেধার সঠিক যাচাই বাছাই ও মূল্যায়ন হচ্ছে না। এছাড়া মাদ্রাসার শিক্ষক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রশ্ন না করে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রশ্নের আধিক্য থাকে বলে অভিযোগ পৃঃ ১১ কঃ ৫

যোগ্যতা মূল্যায়নের পথ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পাওয়া গেছে। এমতাবস্থায় বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষাদানের মান উন্নয়নে গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়ে উঠবে না বলে আশংকা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৫ সাল থেকে। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অধীনে এ যাবৎ মাত্র দু'টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক বাছাই করার লক্ষ্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাদানের মান বৃদ্ধি। কিন্তু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা, অব্যবস্থা এবং অর্থলিপ্সার কারণে শিক্ষক নিবন্ধনের মূল লক্ষ্য ইতোমধ্যেই ব্যাহত হতে চলছে। খবর নিয়ে জানা গেছে, ব্যাপক অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, টাকার ভাগ-বাটোয়ারার পাশাপাশি যারা শিক্ষক নন এমন অনেকেই এনটিআরসিএ-এর মূল্যায়ন পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক হয়েছেন। সংস্থার কর্মকর্তা এনটিআরসিএ-এর সচিব যিনি নিজেই প্রধান পরীক্ষক। প্রধান পরীক্ষক হিসাবে ২০০৬ সালে বিল নিয়েছেন ৫৩ হাজার টাকা। তার অধীনে এমন অনেক পরীক্ষক আছেন যারা মাত্র একুশ দিনে ২১০০ খাতা মূল্যায়ন করেছেন, যা অবাস্তব। সুতরাং এতে খাতার সঠিক মূল্যায়ন যে হয়নি তা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষক সর্বোচ্চ ৩০০ খাতা কাটতে একুশ দিন সময় পান। অথচ সহকারী পরিচালক আবদুর রহিম (নাজেম) ২১০০ খাতা পরীক্ষা করেছেন। এমন অনেক পরীক্ষক আছেন যারা আবার নিজেরাই নিরীক্ষক যেমন মোরশেদা বেগম, আবু সাঈদ, মোঃ জুয়েল মিয়া, শেখ আবদুল কুদ্দুস প্রমুখ। জনাব মশিউর রহমান তিনমাস পূর্বে বদলীর আদেশপ্রাপ্ত হয়েও তদবীর করে উক্ত সংস্থায় বহাল থেকে নানা অপকর্ম করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন আরবী প্রভাষক মাদ্রাসার আরবী বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় পড়ানোর প্রশ্নই আসে না। অথচ আরবী প্রভাষকের নিবন্ধন পরীক্ষায় আরবী বিষয়ের ওপর প্রশ্নকে গৌণ রেখে ইংরেজী ও গণিত প্রশ্নের আধিক্য রাখা হয়। তাছাড়া মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ দিতে মোহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছির এবং ফকীহ সহ অনেক বিষয়ের শিক্ষকদের নিবন্ধনের কাজই শুরু হয়নি। এর ফলে মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে জটিলতা দূর না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া-লেখায় বিঘ্ন ঘটছে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বাশাস নজরুল) উল্লিখিত অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে সঠিক শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার দাবী করেছেন।